Teacher : Dr. Biswajit Podder.

পূর্বরাগ

রাধাকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রসপর্যায়ের নাম পূর্বরাগ। মিলনের পূর্বে সাক্ষাৎ দর্শন, বংশীধ্বনি শ্রবন, চিত্র বা জলদর্পণে দর্শন এবং স্বপ্নে দর্শনের ফলে নায়ক-নায়িকার মনে যে রতি উৎপন্ন হয় এবং যা পরস্পরের হৃদয়কে পরস্পরের প্রতি উন্মুখ করে তোলে তাকে বলে পূর্বরাগ। শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বল নীলমনি' গ্রন্থে বলেছেন-

'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন-শ্রবনাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥'

-'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'য় এর অনুবাদ করা হয়েছে-

'দর্শন, শ্রবন আদি সঙ্গমের পূর্বে।
দোঁহার রতি পূর্বরাগ কহে কবি সর্বে॥'

বৈষ্ণব পদে কবিরা রাধার বিহ্বলতা ও হৃদয়ের উন্মীলন বেশী ফুটিয়ে তুলেছেন তবে কিছু পদে কৃষ্ণের পূর্বরাগের কথাও আছে।

বিপ্রলম্ভের প্রধান কথা বিরহ। এই বিরহের ১০ টি দশা- ১) লালসা ২) উদ্বেগ ৩) অনিদ্রা ৪) অঙ্গের কৃশতা ৫) জড়িমা ৬) অসহিষ্ণুতা ৭) দেহের গ্লানি ও পান্ডুরতা ৪) উন্মত্ততা ৯) মোহ ১০) মৃত্যু। পূর্বরাগে মৃত্যু ব্যতীত সব দশাই দেখা যায়।

পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি চন্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে এতই বিহ্বল যে তাঁকে না দেখে নাম শুনেই অস্থির হয়ে পড়েন-

সই! কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রান॥

চন্ডীদাসের রাধার কামভাব নেই তবে সখী মুখে কৃষ্ণের কথা শুনতে তিনি লালায়িত-

'পুছয়ে কানুর কথা ছলছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥'

চন্ডীদাসের রাধা সদা উদ্বিগ্ন, জড়িমাজড়িত অঙ্গ, আহারে রুচিহীন, যোগিনী-

'বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী-পারা॥'

Scanned with CamScanner

কৃষ্ণসম্বন্ধে রাধার মনে জন্মেছে অসহিষ্ণুতা। এই অসহিষ্ণুতা থেকে এসেছে উন্মত্ততা –

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥'

চৈতন্যোত্তর কবিদের পূর্বরাগাঙ্কিত রাধা কৃষ্ণরূপে এমনই মুগ্ধ যে তুলনার ভাষা খুঁজে পান না। গোবিন্দদাসের রাধা বলেন –

চূড়ার উপরে শত ময়ূরের পাখা।
মদন- মহেন্দ্র-ধনু কিবা দিল দেখা ॥'

গোবিন্দদাসের একটি পদে চিত্রদর্শনজনিত পূর্বরাগ রয়েছে। সখী বিশাখা কৃষ্ণের যা বর্ণনা দিচ্ছেন তা রাধারই পূর্বরাগ –

কানড় কুসুম জিনি দলিত অঞ্জন গো
নব জলধর জিনি ছটা।
কটিতে কিঙ্কিনী পীতা- ম্বর পরিধান গো
ভালে শোভে চন্দনের ফোঁটা ॥'

জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদে আলংকারিক সৌন্দর্য যেমন, তেমনি মানবিক অনুভূতিও অনন্য –

'রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥'

বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় কৃষ্ণের পূর্বরাগের কিছু পদ লিখেছেন। যেমন –

গোলি কামিনী গজহুঁ গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম সায়ক
কুহকী ভেলি বরনারী ॥'

কবি গোবিন্দদাসের একটি কৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ উদ্ধৃত করা হল –

'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥